মরীচিকা

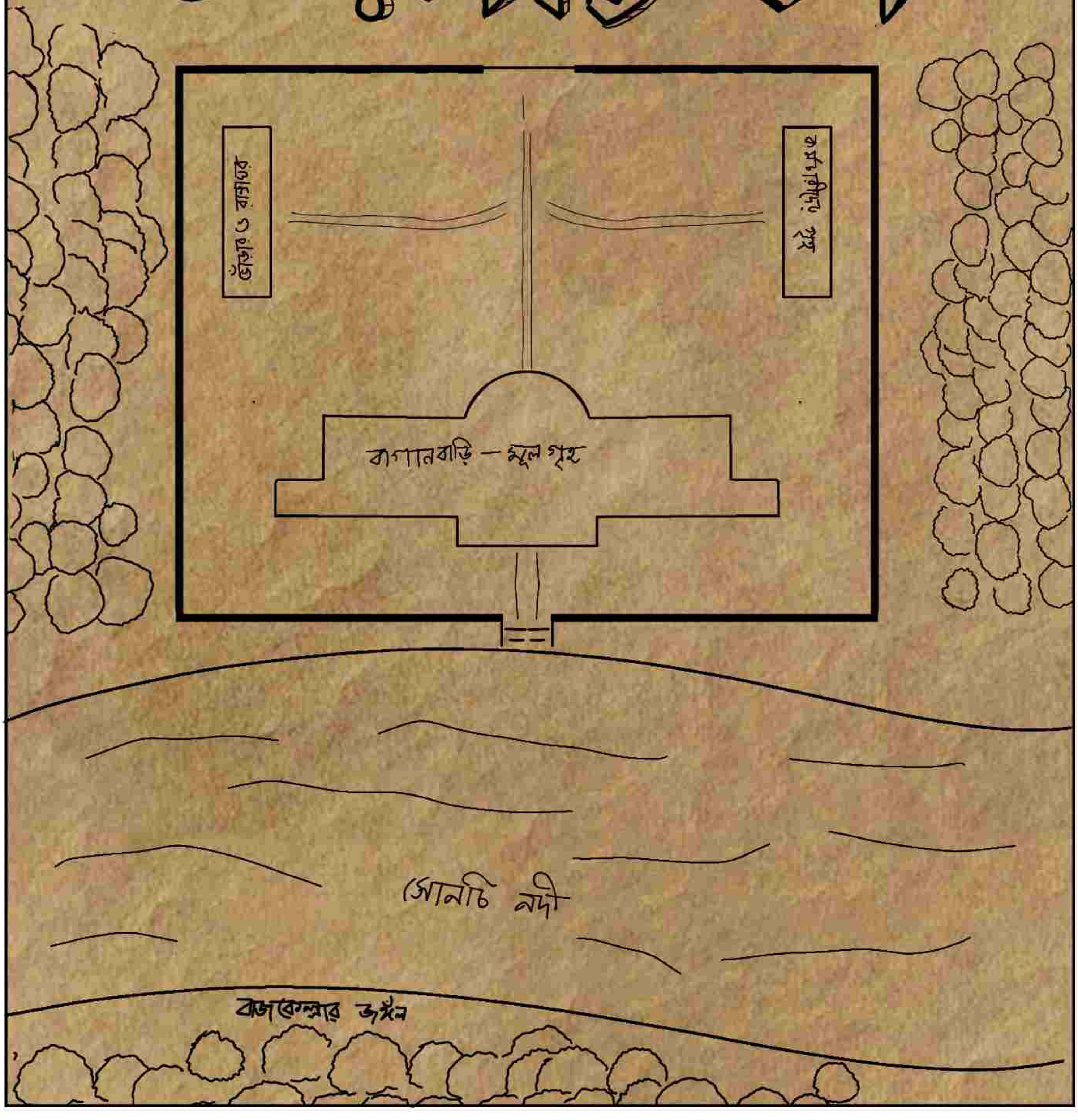

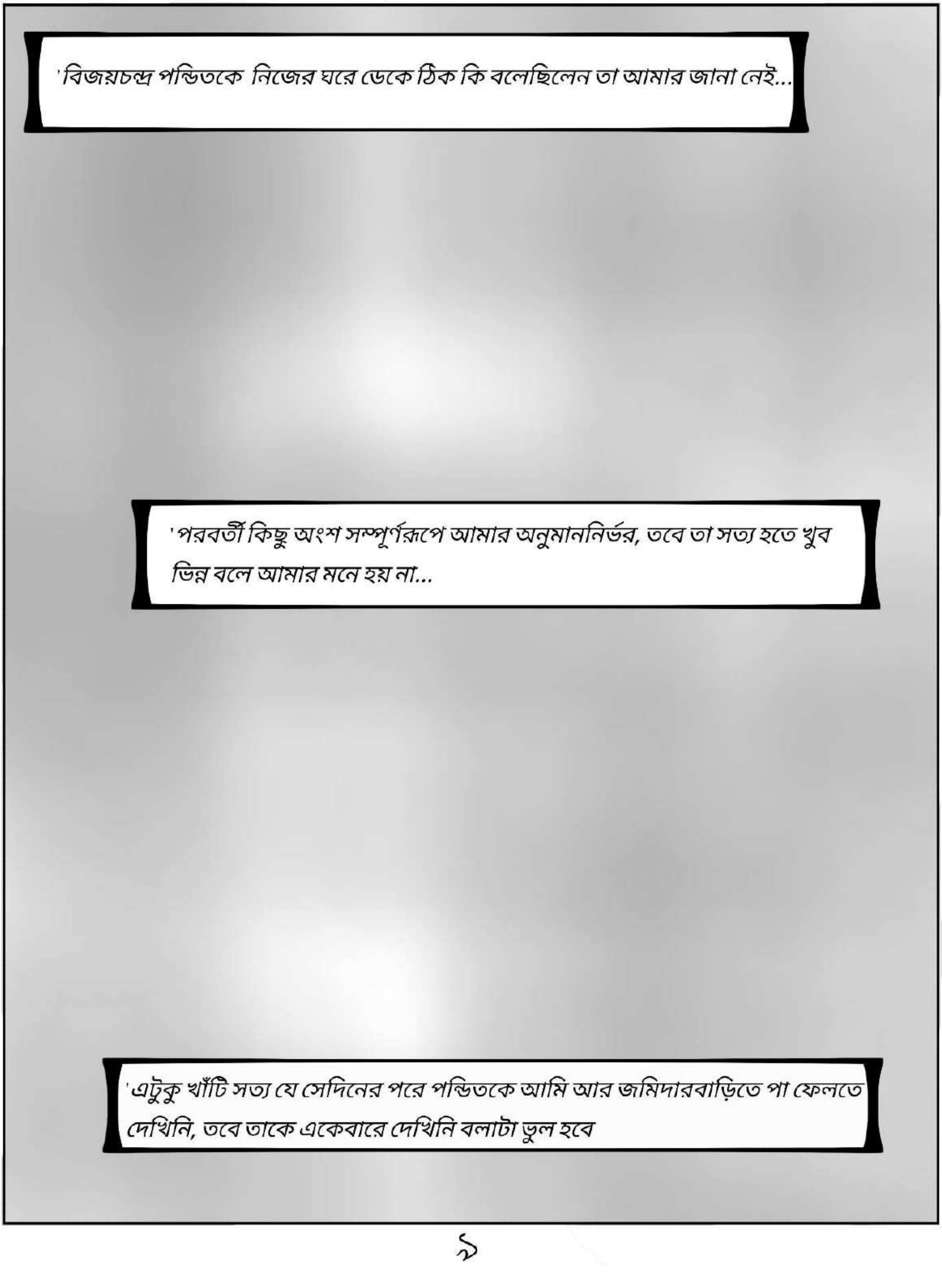
'বিজয়চন্দ্র পন্ডিতকে নিজের ঘরে ডেকে ঠিক কি বলেছিলেন তা আমার জানা নেই...
'পরবর্তী কিছু অংশ সম্পূর্ণরূপে আমার অনুমাননির্ভর, তবে তা সত্য হতে খুব ভিন্ন বলে আমার মনে হয় না...
'এটুকু খাঁটি সত্য যে সেদিনের পরে পন্ডিতকে আমি আর জমিদারবাড়িতে পা ফেলতে দেখিনি, তবে তাকে একেবারে দেখিনি বলাটা ভুল হবে

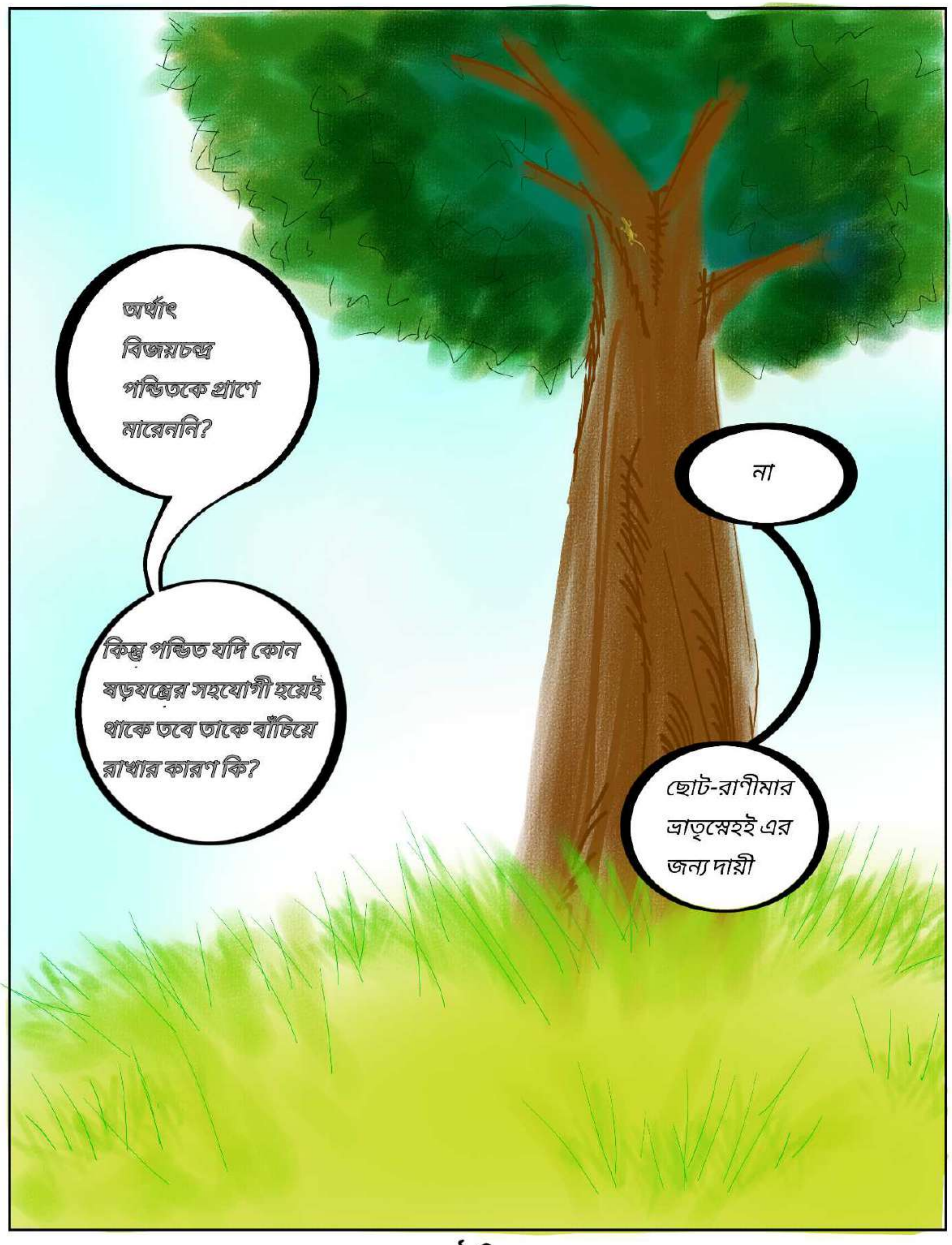
অর্থাৎ বিজয়চন্দ্র পন্ডিতকে প্রাণে মারেননি?
না
কিন্তু পন্ডিত যদি কোন ষড়যন্ত্রের সহযোগী হয়েই থাকে তবে তাকে বাঁচিয়ে রাখার কারণ কি?
ছোট-রাণীমার ভ্রাতৃস্নেহই এর জন্য দায়ী

'ছোট রাণীমার আপন ভাই হলো পন্ডিত...
'অজিতের পরে পণ্ডিতই তার সবচেয়ে বেশি স্নেহের পাত্র
'সে নিজে বেঁচে থাকতে পন্ডিতের কোনো ক্ষতি হতে দেবে না

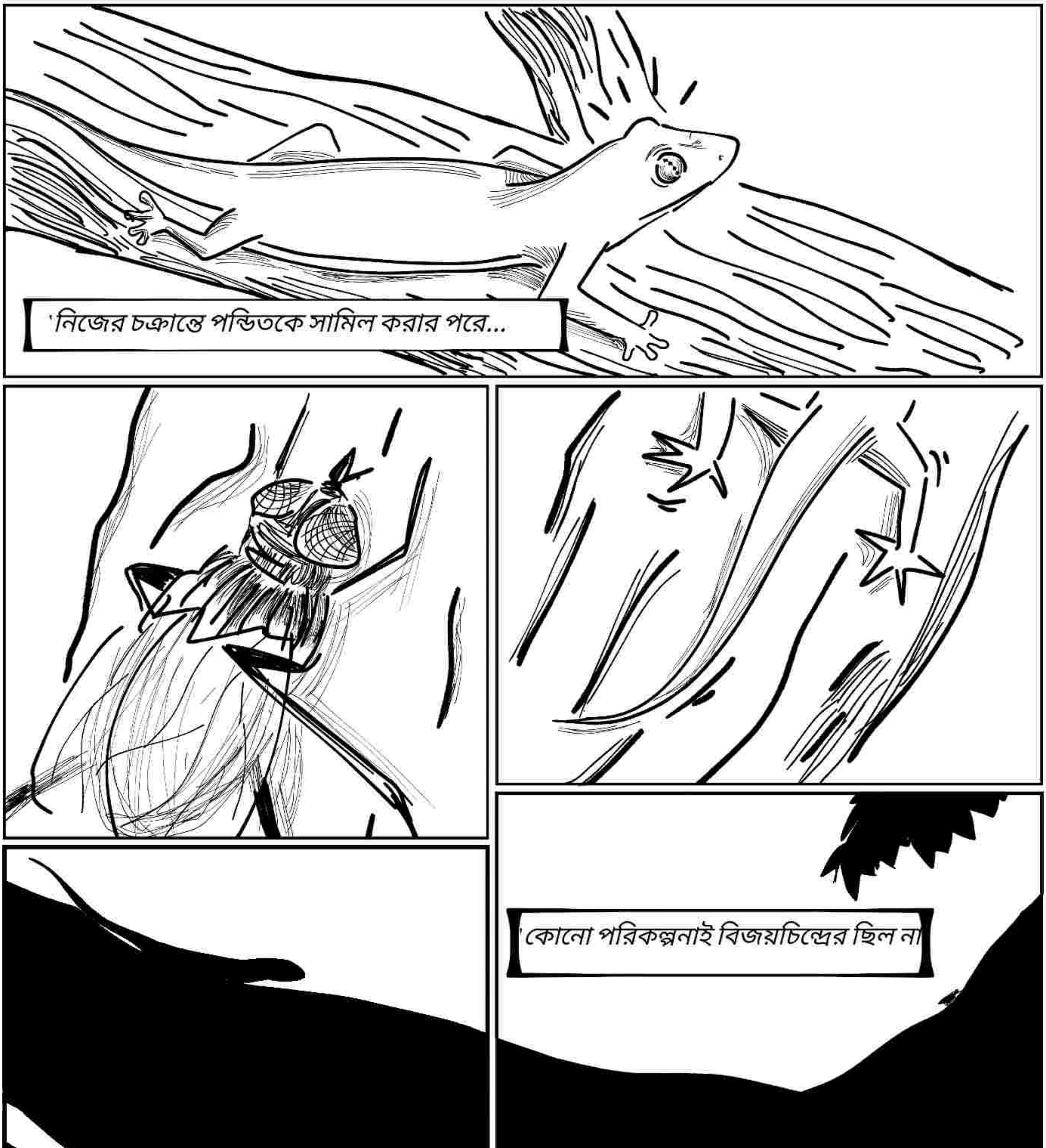
'নিজের চক্রান্তে পন্ডিতকে সামিল করার পরে...
'তাকে প্রাণে বাঁচিয়ে রাখার...
'কোনো পরিকল্পনাই বিজয়চিন্দ্রের ছিল না

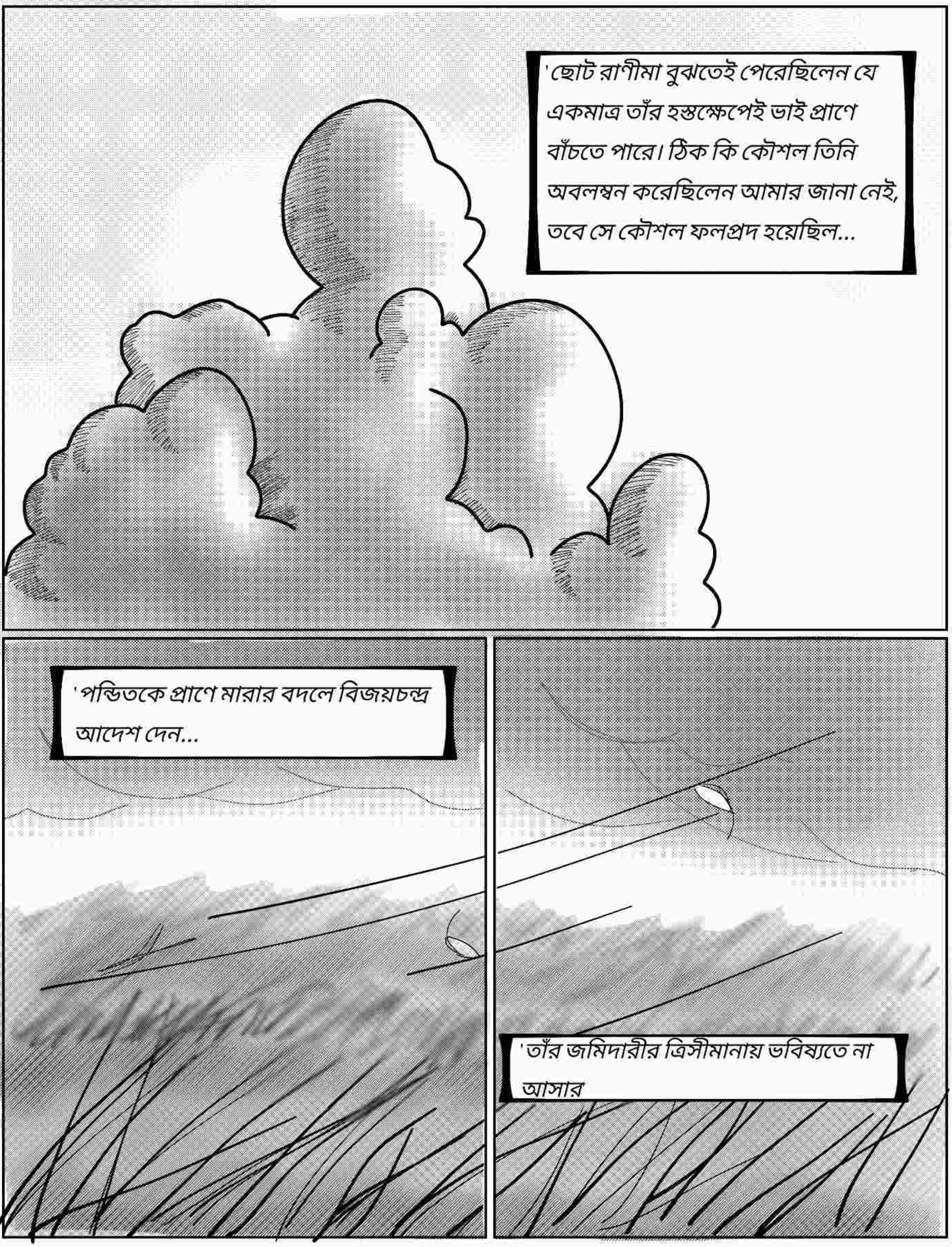
'ছোট রাণীমা বুঝতেই পেরেছিলেন যে একমাত্র তাঁর হস্তক্ষেপেই ভাই প্রাণে বাঁচতে পারে। ঠিক কি কৌশল তিনি অবলম্বন করেছিলেন আমার জানা নেই, তবে সে কৌশল ফলপ্রদ হয়েছিল...
'পন্ডিতকে প্রাণে মারার বদলে বিজয়চন্দ্র আদেশ দেন...
'তাঁর জমিদারীর ত্রিসীমানায় ভবিষ্যতে না আসার

তাহলে পন্ডিত আর ফিরে আসেনি?
এসেছিল, তবে জমিদারবাড়িতে নয়

আমার বাবাকে গুপ্তহত্যা করেই সে থেমে থাকেনি, মাণিক্যকোটের বাগানবাড়িতে সে ফিরে এসেছিল নিজের সুরক্ষা সুনিশ্চিত করতে

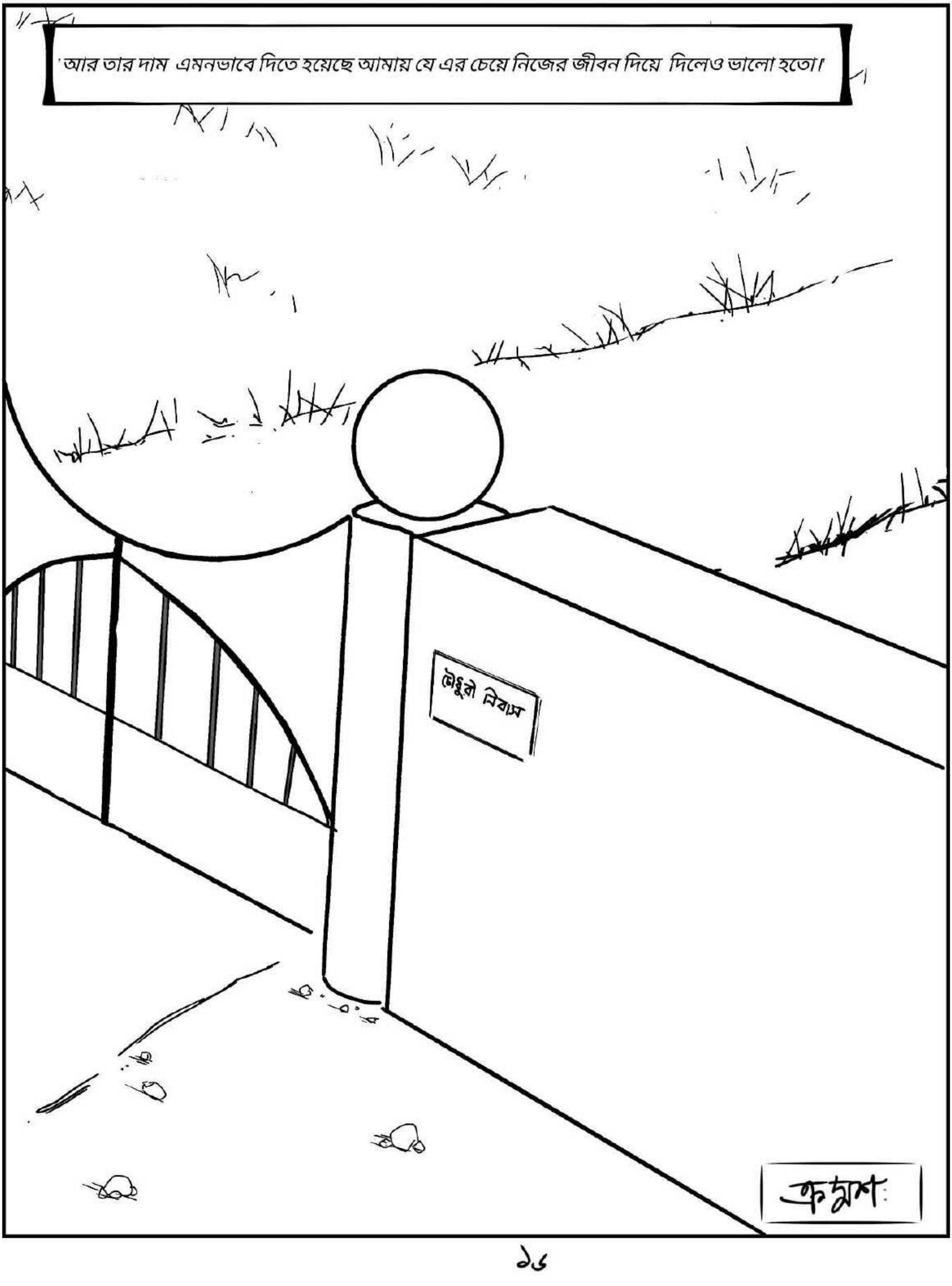
'আর তার দাম এমনভাবে দিতে হয়েছে আমায় যে এর চেয়ে নিজের জীবন দিয়ে দিলেও ভালো হতো।
চৌধুরী নিবাস
ক্রমশ:

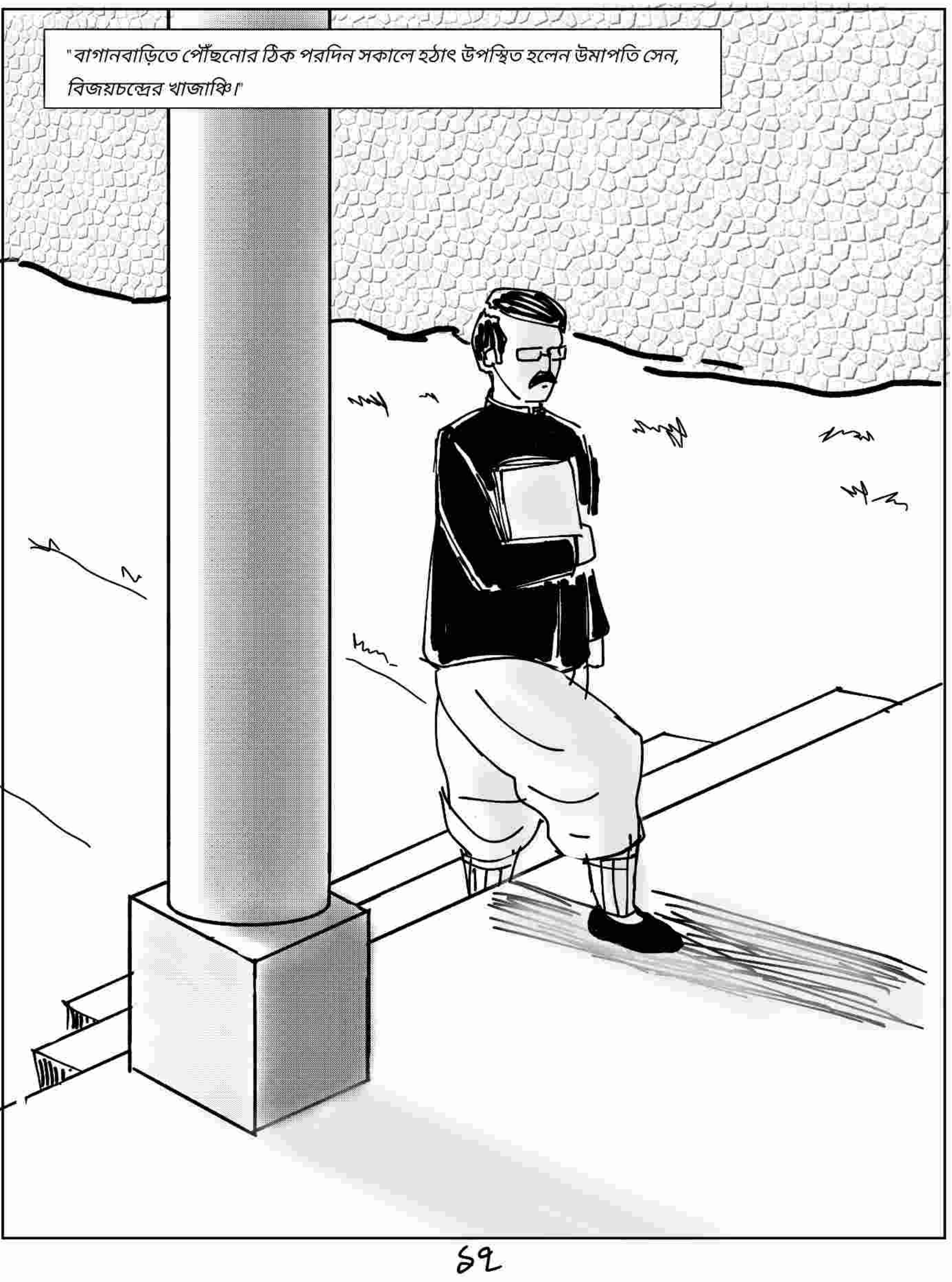
"বাগানবাড়িতে পৌঁছনোর ঠিক পরদিন সকালে হঠাৎ উপস্থিত হলেন উমাপতি সেন, বিজয়চন্দ্রের খাজাঞ্চি।"

ছোট রাজামশাই!
কে?
উমাপতি, তুমি এখানে কেন?
আজ্ঞে কিছু জরুরি কথা ছিল আপনার সাথে
জরুরি কথা বলার অনেক সময় পড়ে আছে,, এখন বিরক্ত কোরো না।

আজ্ঞে বেশি সময় নেব না আপনার।
আঃ
জানোই তো আমি এখানে এসেছি পরিবার নিয়ে কিছুদিন হাওয়া বদলের উদ্দেশ্যে। এর মধ্যে জমিদারীর খুঁটিনাটি আলোচনা করার আগ্রহ নেই আমার।
আজ্ঞে কোম্পানীর ওই গর্ডন সায়েব দাবী করছে আমাদের কিছু কৃষকের জমিতে নীল চাষ করার
কি বললে? সায়েবের এত স্পর্ধা হয় কি করে?

গর্ডনকে গিয়ে বলো যে বিজয়চন্দ্র জীবন থাকতে নিজের জমিতে সায়েবদের চাষ করাতে অনুমতি দেবে না।
ওদের বাড়বাড়ন্ত কমাতে হবে দেখছি, দিন দিন উৎপাত বেড়েই চলেছে।
গর্ডনকে বলো সাহস থাকে তো আমার সামনে এসে নিজে প্রস্তাবটা দিক...
দেখি ওর ধড়ে ক টা মাথা, কি করতে পারে আমার সাথে।

তুমি ফেরৎ গিয়েই সায়েবকে বলো যে আমার জমিদারীতে এমন বেয়াদবি আমি সহ্য করবো না, আর যদি তার কোনো সমস্যা থাকে তবে সোজাসুজি যেন আমার সাথে কথা বলে।
আপনার যা আজ্ঞা তাই হবে।
হুম। আর কোনো বক্তব্য না থাকলে এবার আসতে পারো।

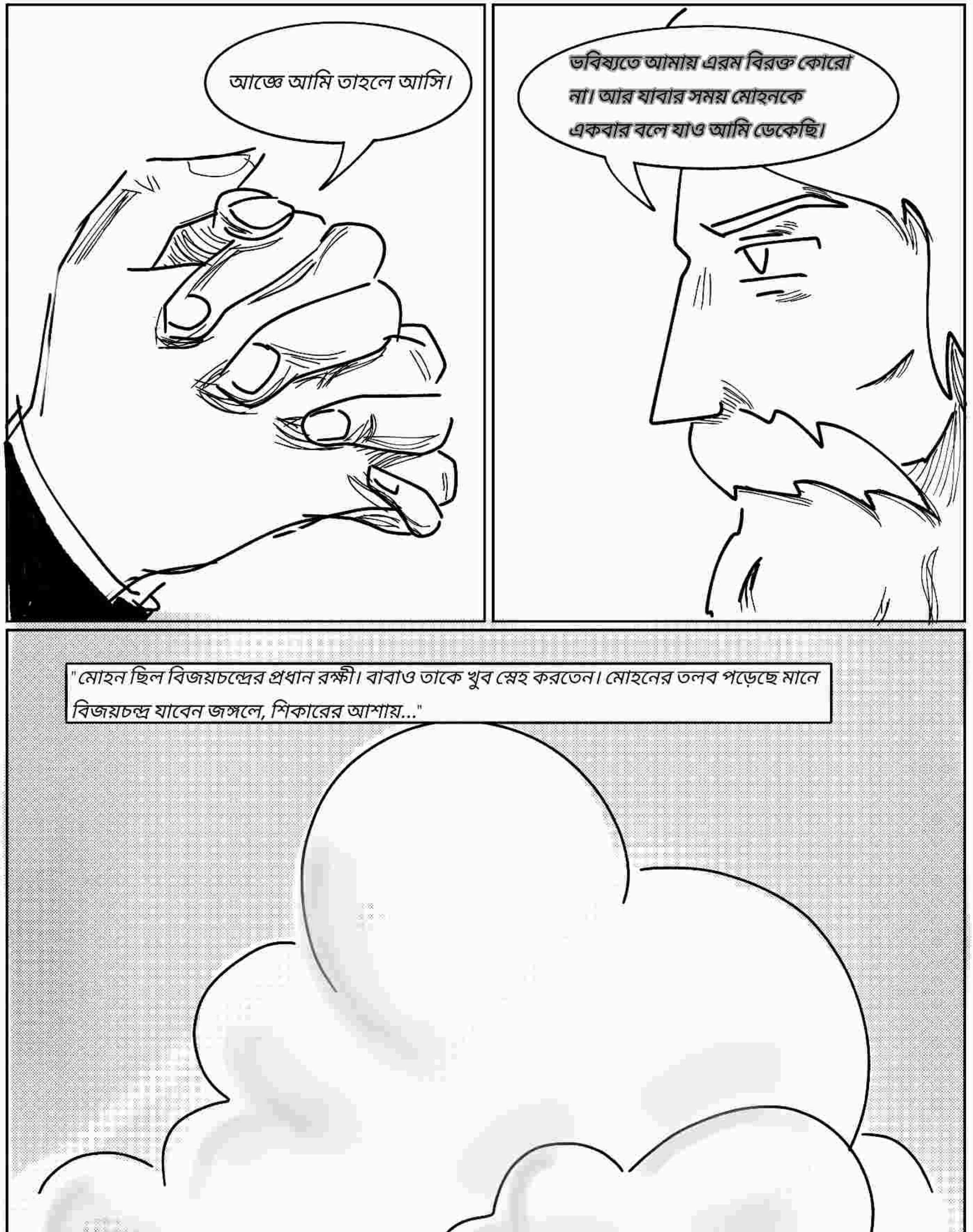
আজ্ঞে আমি তাহলে আসি।
ভবিষ্যতে আমায় এরম বিরক্ত কোরো না। আর যাবার সময় মোহনকে একবার বলে যাও আমি ডেকেছি।
"মোহন ছিল বিজয়চন্দ্রের প্রধান রক্ষী। বাবাও তাকে খুব স্নেহ করতেন। মোহনের তলব পড়েছে মানে বিজয়চন্দ্র যাবেন জঙ্গলে, শিকারের আশায়..."

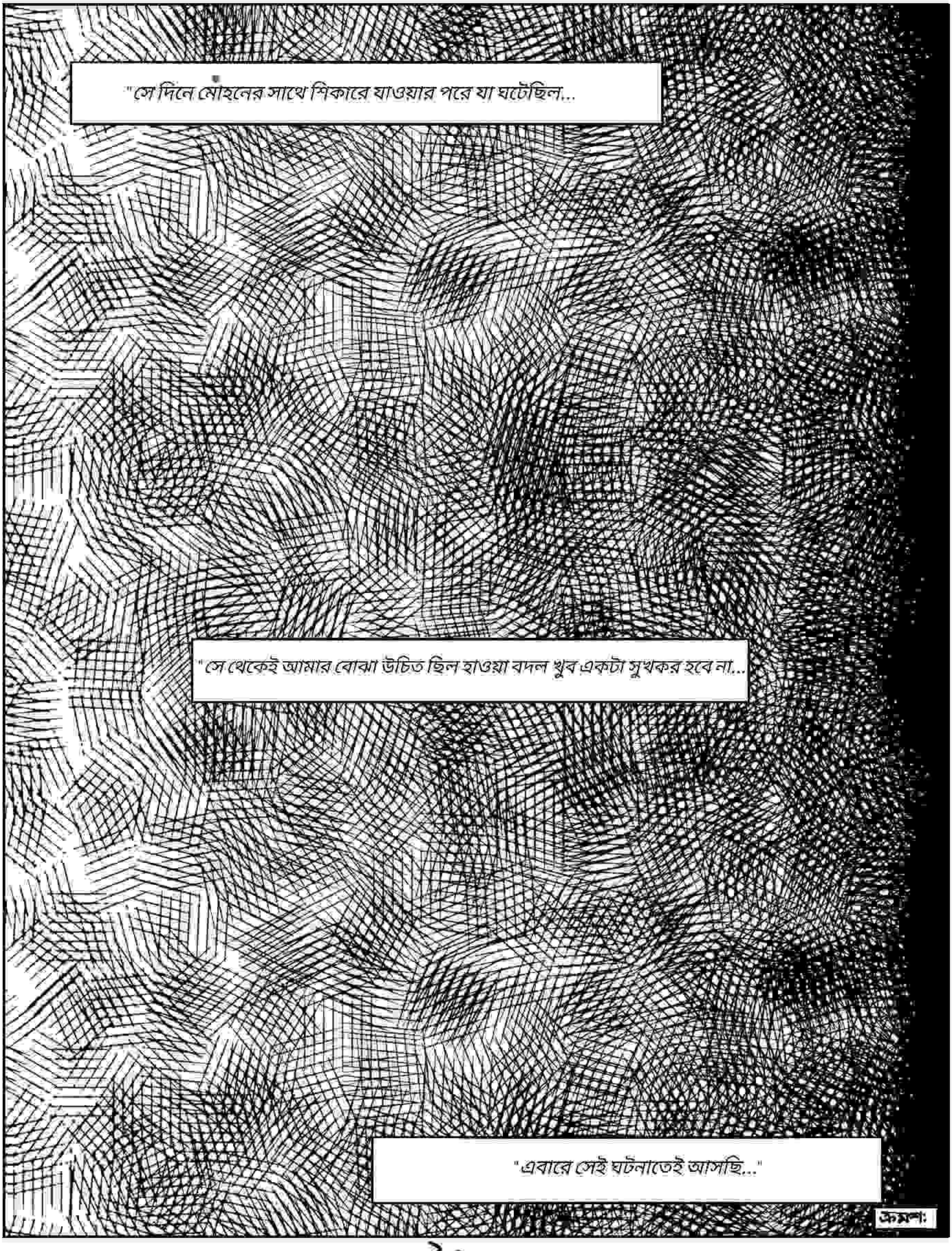
"সে দিনে মোহনের সাথে শিকারে যাওয়ার পরে যা ঘটেছিল...
"সে থেকেই আমার বোঝা উচিত ছিল হাওয়া বদল খুব একটা সুখকর হবে না...
"এবারে সেই ঘটনাতেই আসছি..."
ক্রমশঃ